দৈনিক ইনকিলাব

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

093

0.2 MAR 198

4 কলাম 5

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন ব্যবস্থা

॥ আবদুর মান্নান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন ব্যবস্থার আরো অবনতি ঘটেছে। নিত্যদিন ছাত্র-ছাত্রীরা জীবন ও অর্থের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছেন অথচ কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। জ্ঞাতমহল বলছেন, আয়োজন আছে কিন্তু বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণে কর্তৃপক্ষের কোন উদ্যোগ নেই।

নারায়ণগঞ্জ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যক্তিগত অর্থে প্রাইভেট বাস ভাড়া করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা যাওয়া করছেন। পরীক্ষার্থীদের জন্য বিষয়টি চরম দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গাফিলতি, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আন্তরিকতার অভাব, বাস কর্মচারী তথা জনশক্তির অভাব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এ দুর্ভোগের কারণ বলে ছাত্র-ছাত্রীরা জানিয়েছেন।

সকল রুটে বাস চলাচলের কোন উন্নতি হয়নি। নারায়ণগঞ্জ-পোস্তগোলা রুটে যেখানে ৪টি বাস দরকার সেখানে কখনো ১টি কখনো বা ১টিও চলে না। এয়ারপোর্ট রোডে বিকেলের ও সকালের বাস অনিয়মিত। ডেমরা, রামপুরা ও মোহাম্মদপুর রোডেও সময়মত বাস ছাড়ে না। বাসের তুলনায় ছাত্র সংখ্যা বেশী হওয়ায় গত সোমবার এয়ারপোর্ট রোডের ১টি বাস থেকে ঝুলে থাকায় অবস্থায় ২ জন ছাত্র পড়ে যায় এবং মারাত্মক জখম হন। গত এক সপ্তাহের অনিয়মে ছাত্র-ছাত্রীরা ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রোডের ১টি প্রাইভেট বাস (নম্বর জ-১৬৩৯) প্রতি ট্রিপ সাড়ে ৩শ' টাকা ভাড়া প্রদান করে তাদের পরিবহন সমস্যার মোকাবেলা করছেন। মীরপুর-মোহাম্মদপুর থেকে সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে না আসতে পেরে প্রাইভেট বাসে করে অনেক ছাত্র-ছাত্রী আসছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩টি বড় বাসের মধ্যে ১০টি বর্তমানে কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে আনা নেয়া করছে। গত ২২ জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বাসটি দুর্ঘটনায় পতিত হয় তা সংশ্লিষ্ট ড্রাইভারের অযোগ্যতার কারণে হয়নি। একই ড্রাইভারকে সারাদিন বাস চালাতে হয় বলে উক্ত ড্রাইভার শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার কারণেই এ ধরনের অভাবিত দুর্ঘটনা ঘটে বলে বাস শ্রমিকদের ১টি সূত্রে জানা গেছে। তদুপরি বাস শ্রমিকদের জন্য অভার টাইম ডিউটি না থাকার কারণে তারা বিকেল ৫টার পর বাস চালাতে উৎসাহবোধ করছে না। এছাড়াও রাত-বিরাতে অফিসার, শিক্ষক, কর্মকর্তাদের জন্য গাড়ী নিয়ে বের হতে হয়।

বাস সমস্যায় ছাত্রদের থেকে ছাত্রীরাই বেশী কষ্ট করছেন। ছাত্ররা প্রাইভেট বাসে আসতে পারলেও ছাত্রীদের পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না।

ওদিকে ৩টি নষ্ট গাড়ীর মধ্যে দু'টি গাড়ী বেশ কিছুদিন যাবত পড়ে আছে। যন্ত্রাংশ পাওয়া যায় না, ওয়ার্কশপ নেই, কোটেশন কল-এর বিড়ম্বনা ইত্যাদি কারণে বাসগুলো মেরামতে বিলম্ব হচ্ছে বলে ১টি সূত্রে জানা যায়।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় পরিবহনের জন্য ১৯[illegible] সালে ৭টি, '৮৪ সালে ৪টি ও ১৯৮৫-এর প্রথমদিকে ২টি বাস কেনা হয়। ১৯৮১ সালের তুলনায় ছাত্র সংখ্যা অধিক হারে বৃদ্ধি পেলেও গাড়ীর সংখ্যা সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়নি।

নারায়ণগঞ্জ রোডে ৪টি, এয়ারপোর্ট রোডে ২টি, ডেমরা, মোহাম্মদপুর, মিরপুর রোডে ২টি করে (একই সময়ে) এবং অন্যান্য রোডে ১টি করে বাস দিলে পরিবহন সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে বলে ছাত্র-ছাত্রীরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।